89

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

পলাশবাড়ি সরকারি কলেজের ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী বঞ্চনার শিকার

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ পলাশবাড়ি সরকারি কলেজের ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী বঞ্চনা ও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের দু' পর্যায়ে দু' ধরনের নিয়োগ ও আত্তীকরণের বৈষম্য জটিলতাই এই বঞ্চনা আর প্রতারণার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ালেও তা গত ১১ বছরেও নিষ্পত্তি হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তৎকালীন সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পলাশবাড়ি কলেজটিকে গত ১২-৩-৮৮ ইং তারিখে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৮১ সালের ঘোষিত সরকারি নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কলেজ জাতীয়করণের তারিখ থেকেই কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্ব স্ব পদে নিয়োগ ও আত্তীকরণের নির্দেশ থাকলেও তা গত ১১ বছরেও কার্যকর হয়নি পলাশবাড়ি সরকারি কলেজের ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে। সেখানে প্রথম পর্যায়ে বিগত ৯-৩-৯২ তারিখে বেসরকারি আমল থেকে কর্মরত ৪৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে একযোগে নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়োগ দান এবং জাতীয়করণের তারিখ থেকেই আত্তীকৃত করা হয়। অথচ একই কলেজে বেসরকারি আমল থেকে নিয়োজিত অপর ২০ জনকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিগত ১-৩-৯৪ তারিখে নিয়োগ করা হলেও তাদেরকে এই সিদ্ধান্তের বাইরে রাখা হয়েছে। এরা জাতীয়করণের তারিখ থেকে আত্তীকৃত হবার সুযোগ পায়নি। পেয়েছে চাকরিতে পদ সৃষ্টির ১-৩-৯৪ তারিখ থেকে আত্তীকৃত হবার সুযোগ- যা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী ও বিধি বহির্ভূত।

পরবর্তীতে এই বৈষম্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা আপত্তি জানালে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তখন ওই মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয়করণের তারিখ থেকেই বাকি ২০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে আত্তীকরণের সুস্পষ্ট মতামত দেয়া হলেও তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে কোন আইনগত ত্রুটি ছাড়াই সরাসরি নাকচ করে দেয়া হয়।